ইন্ডিয়া কী একটি মাত্র জাতি দিয়ে তৈরি?

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী

মানুষের মধ্যে সাধারণ প্রবণতা রয়েছে, একটা পুরো দেশকে একটিমাত্র জাতির প্রতিভূ হিসাবে মনে করেন। কিন্তু দেশ ও সেই দেশের নাগরিকগণের জাতি কী এক জিনিস? – আদৌও এক নয়; দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। প্রথমটি হল একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক কাঠামোর মধ্যে বসবাসকারি সমস্ত মানুষের সমাহারজনিত অবস্থা ও দ্বিতীয়টি হল সেই মানুষদের এক বা একাধিক নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচিতিজনিত অবস্থা। বিষয় দু'টি অনেক 'শিক্ষিত' মানুষেরাও গুলিয়ে দেন – তাই, এর বিস্তারিত আলোচনার দরকার রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মি. উইলিয়াম হান্টারের একটি মন্তব্য তুলে ধরা হল - *“প্রায়সই আমরা ইন্ডিয়াকে একটি মাত্র জাতি হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত; কিন্তু বাস্তবে তার ইতিহাস, তার ব্যাপ্তি, তার জনগোষ্ঠি সবকিছুই দেশটিকে একটিমাত্র জাতির অপেক্ষায় বহুজাতির একটি বৈচিত্রময় দেশ হিসাবেই আত্নপ্রকাশ করে। আমাদের এই ভুলের কারণ হল – দেশের কোন একটা নির্দিষ্ট অংশের নিয়মনীতি বা বিশ্বাসকে ভুল করে পুরো দেশের নিয়মনীতি বা বিশ্বাস বলে মনে করা; কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অতিমাত্রায় বড় করে সাধারণ ঘটনা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া।”* [সূত্র: Hunter W.W. (1868), *Annals of Rural Bengal,* পৃ.৬৭]। বিখ্যাত চিন্তাবিদ স্ট্যালিনের মতে, *“A Nation is a historically evolved stable community of people formed on the basis of a common language, territory, economic life and psychological make-up manifested in a common culture.”* / [সূত্র: J. V. Stalin (1977), *Marxism and the National Question,* New Book Centre, Cal. 9, p.11]। এই সংজ্ঞা অনুসারে, কোন মানব সম্প্রদায়কে জাতি হিসাবে মর্যাদা পেতে হলে তাদের ভাষা, ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা একই হতে হবে। তাহলে দেখা যাক আমাদের ভারতবাসীদের তা আছে কী না। প্রথমেই দেখা যাক ভাষার ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিয়ানরা একই ভাষা ব্যবহার করি কী না। বাস্তবতা হল, *ইন্ডিয়াতে ১৫০০–এর বেশি ভাষা এবং আঞ্চলিক বাচনে কথা বলা হয়।* সুতরাং, আমাদের প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ একই ভাষায় কথা বলেন না। বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতির সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। এই ১৫০০ ভাষার মধ্যে হিন্দিও একটি ভাষা, যেটি কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম ইন্ডিয়ায় (গো বলয়ে) বসবাসকারি উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণরা ও তাঁদের কিছু অনুসারিরা ব্যবহার করতেন। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের কাছ থেকে তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে, তারা নিজেদের হিন্দি ভাষাটিকে বাকি ১৪৯৯টি ভাষার উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এব্যাপারে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ভাষাভাষী উচ্চবর্ণীয়রা এক অদ্ভুত একতার পরিচয় দেখা যায়। কিন্তু, হিন্দি প্রাধাণ্য বিস্তারের শত চেষ্টা সত্ত্বেও, হিন্দির রাজকীয় চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করেই বাকি সমস্ত ভাষাগুলিতে ভারতবাসী নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে চলেছেন। সুতরাং, ভাষাগত দিক দিয়ে ইন্ডিয়া একটিমাত্র জাতি হওয়ার বৈশিষ্ট থেকে বঞ্চিত।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে, আমাদের দেশের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান আছে। সুতরাং, এই দিক থেকে ইন্ডিয়া একটি জাতি। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক জীবনের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে বিরাট বৈষম্য বিরাজমান। ফলস্বরূপ, এই বছরই বিশ্বের ১০৭টি দেশের ক্ষুধার

সূচকের তালিকায় ইন্ডিয়ার অবস্থান ভয়ঙ্করভাবে খারাপ! আমাদের অবস্থান ৯৪ তম! পৃথিবীর দরিদ্র মহাদেশ নামে পরিচিত আফ্রিকার ২৬টি দেশে যত গরিব মানুষ বাস করে (৪১ কোটি), তার চেয়ে বেশি গরিব মানুষ বাস করে ইন্ডিয়ার ৮টি রাজ্যে (৪২.১ কোটি)। এই রাজ্যগুলি হল – বিহার, ছত্তিশগড়, ঝারখন্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষা, রাজাস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। (*The Economic Times,* 13 July 2010)। আমাদের দেশে অভাবের তাড়নায় প্রতি ঘন্টায় দু’জনের বেশি আমাদের অন্নদাতা (কৃষক) আত্মহত্যা করছেন। অভাবের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কারো মনে হতে পারে যে, দেশে সম্পদের অভাব আছে। কিন্তু তা সত্য নয়। দেশে মোট সম্পদের পরিমাণ যথেষ্ট ভালো, কিন্তু গলদ আছে তার ব্যবস্থাপনায়। কারো কাছে অর্থের পাহাড় জমে আছে, তো কেউ হয়েছে নিঃস্ব! আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফ্যামের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের মোট সম্পত্তির ৭৩ শতাংশই মাত্র আনুবিক্ষণিক ১ শতাংশ ব্যক্তি কব্জা করে ফেলেছে! এরপরেও, একদিকে দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে, আর অন্যদিকে সরকারি গুদামে খাদ্য পচে যাচ্ছে এবং তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে! গত দশকে প্রায় ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য সরকারি গুদামে পচে নষ্ট হয়েছে। সুতরাং, অর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে ইন্ডিয়ানরা একই রকম অবস্থায় আছেন - একথা বলা যায় না। তাই, অর্থনীতির দিক থেকেও ইন্ডিয়া একটিমাত্র জাতি বা Nation নয়।

এবার দেখা যাক মনস্তাত্ত্বিক গঠন ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমাদের দেশের জনগণের কী অবস্থা? সরকারের নিজস্ব রিপোর্ট অনুসারে এদেশে কমপক্ষে ২৮০০টি জাত (Caste) আছে। [সূত্র: Singh KS (1993), *People of India,* Anthropological Survey of India, Govt. of India]। আবার অন্য সূত্র অনুসারে, আমাদের দেশে ৬,০০০-এর বেশি জাত (Caste) আছে। [সূত্র: Narasimham, KV (Kovena) (2006), *The Bahujan Guide,* A.P., India]। আবার এক একটি Caste মানে এক একটি জাতিতত্ত্বমূলক পরিচয় (Ethnic Identity), যা প্রতিটি জাতির (Caste–এর) নিজস্ব পৃথক সংস্কৃতি বহন করে। তাই বলা যায় যে, ইন্ডিয়াতে কমপক্ষে ২৮০০টি পৃথক সংস্কৃতির ধারা বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ, ইন্ডিয়ার জনগণের “সাধারণ সংস্কৃতি” বলে কোন বস্তু নেই। কোন সমাজের মনস্তাত্ত্বিক গঠন সেই সমাজের সংস্কৃতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সুতরাং, ইন্ডিয়াতে কমপক্ষে ২৮০০টি ধরনের পৃথক মনস্তাত্ত্বিক গঠন বিশিষ্ট বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের বাস করেন। তাহলে, স্ট্যালিনের Nation বা জাতির সংজ্ঞায় একই মনস্তাত্ত্বিক গঠন বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠী আমাদের দেশে বাস করেন না; তাই ইন্ডিয়াকে এ মাপকাঠিতেও একটিমাত্র জাতি (Nation) বলা যায় না।

সর্বশেষে আমাদের দেশটির স্থিতিশীল অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক। উপরোক্ত সংজ্ঞানুসারে কোন মানবগোষ্ঠির দ্বারা জাতি গঠনের শর্ত হল সেই মানবগোষ্ঠির সমাজকে স্থিতিশীল হতে হবে। আমরা দেখি আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ, সংঘর্ষ, খুনোখুনি অনবরত লেগেই আছে। এখানে প্রতিদিন গড়ে দুটোর বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়! ২০১০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে ৬৫১টি এবং ২০০৯ সালে হয়েছে ৭৭৩টি! ২০১৪ থেকে ২০১৭-এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় ২৮ শতাংশ বেড়েছে। দেশে প্রতি ১৮ মিনিটে গড়ে একজন মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছেন। প্রতিদিন গড়ে পাঁচজন করে মানুষকে বিনা বিচারে পুলিশ লকআপে খুন করা হচ্ছে। পণের দাবিতে নারী-খুনের ঘটনায় ইন্ডিয়া বিশ্বের মধ্যে প্রথম স্থানে! প্রতি দিন গড়ে ২১ জন করে মহিলাকে পণের দাবিতে মেরে ফেলা হয়; আর বিচার হয় মাত্র ৩৫ শতাংশের। অপরদিকে, গোরক্ষকদের আক্রমণে৬৩ জন নিরীহ মানুষ খুন এবং

১২৪ জন জখম /অঙ্গহীন হয়েছেন (২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে)। সর্ব্বোচ্চ ১২ শতাংশ বিচারপ্রার্থী এখানে ন্যায়বিচার পান! - এই সকল ঘটনা কোনভাবেই দেশের স্থিতিশীলতার প্রকাশ নয়।

এরপরেও আছে সন্ত্রাসবাদী /আতঙ্কবাদী হামলা। আতঙ্কবাদী কথাটা শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যটির কথা আমাদের মাথায় চলে আসে। অথচ, দেশের অনান্য জায়গায়ও কাশ্মীরের সমান বা তার চেয়েও বেশি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে। এটা মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমের পক্ষপাতমূলক প্রচার, যা তারা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বদনাম করার জন্য অনবরত করে এসেছে ও আসছে। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী /আতঙ্কবাদী /চরমপন্থী গোষ্ঠীর বা দলের অবস্থানের নিম্নলিখিত তালিকা থেকেই ব্যাপারটি পরিস্কার বুঝা যাবে:

রাজ্যের নাম	**সন্ত্রাসবাদী /আতঙ্কবাদী /চরমপন্থী গোষ্ঠীর বা দলের সংখ্যা**
আসাম	**৩৬**
জম্মু ও কাশ্মীর	**৩৬**
মণিপুর	**৩৯**
মেঘালয়	৪
নাগালেন্ড	৩
পাঞ্জাব	১২
ত্রিপুরা	৩০
মিজোরাম	২
অরুনাচল প্রদেশ	৭
অনান্য রাজ্য	৯

মোট: ১৭৮

[সূত্র: South Asia Terrorism Portal (2001), *'India - Terrorist, insurgent and extremist groups'*]। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের সমান সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী দল আসামেও আছে; এবং মণিপুরে রয়েছে সেই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৩৯টি। ২৭শে আগস্ট, ২০১৩-এর *Economic Times* অনুসারে, সরকার মোট ৬৫টি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে দেশের মধ্যে সক্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে; যার মধ্যে **৩৪টিই রয়েছে মণিপুরে, আসামে ১১টি,** মেঘালয়ে ৪টি, ত্রিপুরায় ২টি, নাগাল্যান্ডে ৪টি, মিজোরামে ২টি, পাঞ্জাবে ৩টি এবং **জম্মু ও কাশ্মিরে ৫টি**। তাহলে বাস্তবতার সঙ্গে প্রচারের সম্পর্কহীনতা ধরা পরছে? United Liberation Force of Assam (ULFA) আসামের একটি হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন। এদের কাজই হল মুসলিমদের নিধণ করা। এই ULFA ১৬ বছরে (১৯৯০-২০০৬) ৭৪৯টি সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটিয়েছে। এত বেশি সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্রতা ইন্ডিয়ার সন্ত্রাসবাদী হামলার ইতিহাসে নজীরবিহীন। এতদ্ সত্ত্বেও মিডিয়া কিন্তু আসাম বা মণিপুরকে সন্ত্রাসবাদপ্রবণ হিসাবে দেখাতে চায় না – যতটানা তারা কাশ্মীরকে দেখায়! এর সম্ভাব্য কারণ, কাশ্মীর ছাড়া অনান্য রাজ্যগুলি মুসলিম প্রধান নয়। অপর দিকে, মাওবাদীরা কমপক্ষে এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে ফেলেছে! পুলিস একদিনে মাওবাদীদের কাছ থেকে ৮৭৫টি রকেট ও ৩০টি রকেট উৎক্ষেপক উদ্ধার করেছ। [সূত্র: *Times of India*, 9th Sept. 2006]। এটিও ইন্ডিয়াতে প্রতিরক্ষা বিভাগ দ্বারা অস্ত্র উদ্ধারের ইতিহাসে বেনজির ঘটনা! দেশের মোট ৭১৮টা জেলার মধ্যে প্রায় ১০০টা

জেলা বর্তমানে মাওবাদীদের দখলে! ২০০৯ সালে, প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহোন সিং নতুন দিল্লিতে ইন্টেলিজেন্স বুরো দ্বারা আয়োজিত পুলিসের ডিরেক্টর জেনারেল ও ইনস্পেক্টর জেনারেলদের দু'দিনের সভার সমাপ্তি দিবসে স্বীকার করেন যে, *"আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনে করে আসছি যে নক্সালিজম সমম্ভবত আমাদের সবচেয়ে বড় আভ্যন্তরীন প্রতিরক্ষা বিপদ বাকি সবগুলোর তুলনায়। এটা নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে আমাদের যে সফলতা পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল, আমরা তা পায় নি। এটা উদ্বেগের বিষয় যে, আমাদের সব রকমের চেষ্টা সত্বেও প্রভাবিত রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসের মাত্রা বেড়েই চলেছে।"*[সূত্র: *The Milli Gazette*, 1-15 Sept,2011, p.11]। এরপরেও মিডিয়ার চোখে কোনকিছু ধরা পরে না, - তারা শুধু একটি বিষয়ই দেখতে পায় – "ইসলামিক সন্ত্রাস"। এবং সেটাই বার বার বলে সাধারণ মানুষরে মনে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে ভীতি ও বিদ্বেষের সঞ্চার করে।

এছাড়া, কিছুদিন থেকে দেশের আর্থিক অবস্থাও স্থিতিশীল নয়। দেশের গড় উৎপাদন অকল্পনীয় নিম্ন রেকর্ড (-) ২৩% অতিক্রম করেছে! ব্যাঙ্কে হরিলুট, সরকারি ও প্রাকৃতিক সম্পত্তি বিক্রির ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা এখন পক্ষাঘাতগ্রস্থ!

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আমাদের দেশ কোন নিরিখেই স্থিতিশীল অবস্থায় নেই।

সুতরাং, একটিমাত্র জাতি বা 'nation' হওয়ার কোন শর্তই ইন্ডিয়ায় নেই, শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া। তাই একথা প্রমাণিত হল যে, ইন্ডিয়া একটিমাত্র জাতি নয়, বরং এখানকার প্রায় তিন হাজারের মত জাতি সম্প্রদায় একের উপরে অন্যের (দূর্বলের উপরে সবলের) আগ্রাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম, প্রতিবাদে ও সংঘর্ষে রত রয়েছে। ড. আম্বেদকারও একই কথা বলেছেন, *"India is not a nation. In reality India is a cluster of thousands of nations (ethnic identities) conflicting among themselves for their survival"* । অর্থাৎ, *"ইন্ডিয়া একটিমাত্র জাতি নয়। বাস্তবে ইন্ডিয়া হল কয়েক হাজার জাতি-সম্প্রদায়ের আবাস যারা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রামে রত।"*